দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ): ক্লাস রুমের সংকটে পার খুকশিয়া স্কুলে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করছেন একজন শিক্ষিকা —ইত্তেফাক

কাজীপুরের চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

■ কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

কাজীপুর উপজেলার চরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষক সংকট, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা ও প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন কমছে।

কাজীপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চরাঞ্চলের ৬টি ইউনিয়নসহ ১২টি ইউনিয়নে মোট ২৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত পূর্বপ্যারের চরাঞ্চলের ১২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এ অঞ্চলের বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৪৮ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে জানা গেছে, নদী ভাঙনের কারণে চরাঞ্চলে একই স্থানে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের সংকট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে সরকারি উপবৃত্তির টাকা নেয়া হচ্ছে।

৫নং চরপার খুকশিয়া, রঘুপুর বারমাইসা, ৯১নং চরপার খুকশিয়া, ৮৭নং চর বুরুঙ্গি, পশ্চিম পানাগাড়ি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলোতে অবকাঠামো নেই বললেই চলে। ভাঙ্গা টিনের চাল আর নড়বড়ে খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যালয়গুলো। ৫নং সদ্য চরপার খুকশিয়া ও রঘুপুর বারমাইসা বিদ্যালয়ে মাঠের মধ্যে পাঠদান দেয়া হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা গাজী আহম্মেদ জানান, আমাদের পাশের গ্রাম অবস্থিত পানাগাড়ি বিদ্যালয়ে ভবনের প্রয়োজন না থাকলেও সেখানে নতুন ভবন তৈরির জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের এখানে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে না।

রঘুপুর বারমাইসা বিদ্যালয়ে সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক বলেন, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা এবং শিক্ষক অনুপস্থিতির কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কাজীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ময়নুল হক বলেন, বিষয়গুলো নিয়ে উপজেলা শিক্ষা কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাফিউল ইসলাম জানান, চরাঞ্চলে শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য ডরমেটরী নির্মাণের একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যবস্থা হলে পাঠদানের উন্নতি করা সম্ভব হবে।